কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার পুলিশ সদস্য কর্তৃক মোঃ রাহাত আলীকে গুলি করে হত্যা করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মৃত নওয়াব আলী ও মোসাম্মৎ রোমেছা বেগমের ছেলে মোঃ রাহাত আলীকে (৫৩) কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার পুলিশ সদস্যরা ঢাকা মহানগরী শাহআলী থানার শাহআলীর মাজার মার্কেট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.৪৫টায় রাহাতকে কুষ্টিয়ার মিরপুরের কুর্শা ঈদগাহ ময়দানে নিয়ে মাটিতে চেপে ধরে গুলি করে হত্যা করে বলে পরিবারের অভিযোগ।
পুলিশ সদস্যরা জানায়, রাহাত ছিলেন পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টির (এমএল লাল পতাকা) আঞ্চলিক নেতা। কিন্তু পরিবারের দাবি রাহাত ছিলেন একজন কৃষক এবং গ্রামে জারী গান করে সংসার চালাতেন।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- রাহাতের আত্মীয় স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- লাশের ময়না তদন্তকারী ডাক্তার
- হাসপাতালের মর্গ-সহকারী এবং
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ মোঃ রাহাত আলীর জাতীয় পরিচয়পত্র।

রাজিয়া বেগম (৪০), রাহাতের স্ত্রী

রাজিয়া বেগম অধিকারকে জানান, রাহাত একজন কৃষক ছিলেন এবং তিনি গ্রামে জারী গান গাইতেন। রাহাত ২০০২ সালের একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ১০ বছর জেল খেটে ২০১২ সালের জুলাই মাসে ছাড়া পান। জেলে থাকার সময় রাহাত আলী হার্টের

রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে হার্টের চিকিৎসার জন্য রাহাত ভারতের মাদ্রাজ যান। ৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাহাত ভারত থেকে ফিরে ঢাকাতেই ছিলেন। মোবাইল ফোনে তাঁর সঙ্গে রাহাতের যোগাযোগ হতো। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাহাত মাজার জিয়ারত করার জন্য ঢাকা মহানগরীর শাহআলী থানার শাহআলীর মাজারে যান। রাত আনুমানিক ৮.০০টায় মোবাইল ফোনে এক লোক তাকে (নাম প্রকাশ না করার শর্তে) জানান, মাজারের পাশের রাস্তা থেকে ডিবি পুলিশ সদস্য পরিচয় দিয়ে কয়েকজন লোক রাহাতকে ধরে নিয়ে গেছে। রাতেই পুলিশ রাহাতকে নিয়ে কুষ্টিয়ায় চলে যাবে। এখবর শুনে তিনি তাঁর প্রতিবেশী এবং স্থানীয় সাংবাদিক মোঃ আব্দুল হালিমের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সাংবাদিক মোঃ আব্দুল হালিম তাঁকে জানান, সে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, পুলিশ বলেছে রাহাতকে ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ার মিরপুর থানায় আনা হবে। রাহাতকে পুলিশের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনতে পুলিশকে টাকা দিতে হবে বলে জানান। তিনি ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০০টায় হালিমের সঙ্গে দেখা করে হালিমকে ১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার) টাকা দেন। মিরপুর থানা এবং পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে তিনি নিজেসহ অনেক লোককে দিয়ে যোগাযোগ করেন। কিন্তু পুলিশ সদস্যদের তরফ থেকে বলা হয় রাহাত পুলিশের কাছে নেই। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.৪৫টায় বাড়ীর পাশে কুর্শা ঈদগাহ ময়দানে তিনি কয়েকটি গুলির শব্দ শুনে ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। তখন তাঁর ভাসুর মাহাতাব আলী শব্দ শুনে মাঠে যান। মাহাতাব আলী মাঠ থেকে ফিরে জানান, মিরপুর থানার পুলিশ সদস্যরা রাহাতকে গুলি করে হত্যা করেছে। তিনিও সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু মাঠের একটু কাছে গেলেই পুলিশ সদস্যরা তাঁকে লাশের কাছে যেতে দেননি। পরে পুলিশ সদস্যরা ভ্যান গাড়ীতে লাশ তুলে নিয়ে চলে যায়। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.০০টায় এক পুলিশ সদস্য তাঁর বাসায় এসে তাঁকে জানায়, রাহাতের লাশ থানা থেকে ময়না তদন্তের জন্য কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিতে হবে এবং ময়না তদন্ত শেষে লাশ বাড়ীতে আনতে হবে। এতে ভ্যান ভাড়া দিতে হবে। তিনি ভ্যান ভাড়া বাবদ ৩,০৭০ টাকা পুলিশ সদস্যকে দেন। তখন ঐ পুলিশ সদস্য মাহাতাব আলীকে সঙ্গে করে থানায় নিয়ে যান। বিকেল আনুমানিক ৩.০০টায় মাহাতাব আলী হাসপাতাল থেকে রাহাতের লাশ নিয়ে বাসায় ফেরেন। তারপর লাশ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশ সদস্যরা বলেছে তাঁর স্বামী পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টির (এমএল লাল পতাকা) সদস্য এবং তাঁর নামে অনেক মামলা ছিল। যা সম্পূর্ন মিথ্যা কথা বলে জানান।

ছবিঃ এটি রাহাতের বাড়ী, রাহাতের বৃদ্ধা মা ছেলের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

মোহাম্মদ আমির হোসেন (৩৬), দোকানদার, শাহ আলী মাজার মার্কেট, ঢাকা মহানগর, ঢাকা

মোহাম্মদ আমির হোসেন অধিকারকে জানান, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.৩০ টায় শাহ আলী মার্কেটের ১৫ এবং ১৬ নম্বর চায়ের দোকানে তাঁর পরিচিত কুষ্টিয়ার মোঃ রাহাত আলীকে চা পান করতে দেখেন। এরপর সেখানে সাদা পোশাকের তিনজন লোক এসে রাহাতকে পেছন থেকে জাপটে ধরে শরীরে তল্লাশী চালায়। একটু পরে সাদা পোশাকধারী আরো ৫জন লোক আসে। উপস্থিত লোকজন জানতে চায়, তারা কারা? রাহাতকে কেন ধরেছে?

তাদের একজন নিজেদেরকে ডিবি পুলিশ সদস্য বলে পরিচয় দেয়। পরে তারা রাহাতকে মার্কেটের রাস্তার বিপরীতে মা হোটেল এন্ড বিরিয়ানী হাউস এর সামনে নিয়ে যায়। তিনি দেখেন, সেখানে আগে থেকেই একটি ছাই রঙের মাইক্রোবাস দাঁড়ানো ছিল। তারা রাহাতকে মাইক্রোবাসে নিয়ে চলে যায়।

মোঃ সেলিমুজ্জামান, অফিসার ইনচার্জ, শাহআলী থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

মোঃ সেলিমুজ্জামান অধিকারকে জানান, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ মাজার মার্কেট থেকে রাহাত নামে কোন লোককে ডিবি পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তারের ব্যাপারে তিনি জানেন না।

মনিরুল ইসলাম (২৫), প্রত্যক্ষদর্শী

মনিরুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.৪৫টায় গাড়ীর আওয়াজে তার ঘুম ভাঙ্গে। তিনি ঘরের বাইরে এসে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে দেখেন, বাড়ীর পাশে কুর্শা ঈদগাহ ময়দানের রাস্তায় ৩টি পুলিশ ভ্যান। রাস্তায় টর্চ লাইট এবং অস্ত্র হাতে কয়েকজন পুলিশ সদস্য দাঁড়িয়ে আছে। দুইজন পুলিশ সদস্য একজন লোককে ধরে এদিক সেদিক টানাটানি করছে। এক পর্যায় লোকটিকে ঈদগাহ ময়দানে নিয়ে পুলিশ

সদস্যরা মাটিতে চেপে ধরে। এর কয়েক মিনিট পরেই শুরু হয় গুলির শব্দ। তিনি দেখেন, পুলিশ সদস্যরা লোকটিকে গুলি করে হত্যা করার পর নিজেরাই বাঁচাও বাঁচাও, সন্ত্রাসীরা মেরে ফেলল বলে চিৎকার চেচামেচি করতে থাকে। গুলির শব্দ এবং পুলিশ সদস্যদের ডাকে এলাকার লোকজন জমা হয়ে মাঠের মধ্যে রাহাতের লাশ দেখতে পায়। তিনি বলেন, রাহাতকে মাটিতে শুইয়ে গুলি করার কারণে গুলি দেহ ভেদ করে মাটিতে প্রায় অর্ধহাত গভীরে ঢোকে। পরে পুলিশ সদস্যরাই লাশ ভ্যানে তুলে নিয়ে চলে যায়।

ছবি-১ এক যুবক পাটকাঠি দিয়ে মাটিতে গুলির গর্তটি দেখাচ্ছে। ছবি-২ একজন প্রত্যক্ষদর্শী দেখান, মাটিতে গুলির গর্ত।

মিনারুল ইসলাম (২৭), প্রত্যক্ষদর্শী

মিনারুল অধিকারকে বলেন, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.৪৫টায় বাড়ীর পাশে কুর্শা ঈদগাহ ময়দানে বেশ কয়েকটি গুলির শব্দ পান। তিনি ঘুম থেকে জেগে মাঠের দিকে এগিয়ে যান। তিনি টর্চ লাইটের আলোতে দেখেন, রাস্তায় পুলিশ ভ্যান এবং পুলিশ সদস্যরা চারদিকে টর্চ লাইট মারছে। পুলিশ সদস্যরা একজন লোককে মাটিতে চেপে ধরে আছে। পরে আরো কয়েকটি গুলির শব্দ হয়। তাঁর পূর্ব পরিচিত মাঝিহাট পুলিশ ক্যাম্পের আইসি (ক্যাম্পের ইনচার্জ) এসআই খায়রুল আলমকে সেখানে দেখতে পান। মিনারুল ইসলামকে দেখেই একজন পুলিশ সদস্য কাছে ডাকেন। তিনি গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে চেনেন কিনা তার কাছে জানতে চান। তিনি বলেন, এ ব্যক্তি তার প্রতিবেশী রাহাত আলী। পরে রাহাতের লাশ দেখেই তিনি সেখান থেকে চলে যান।

এসআই খায়রুল আলম, আইসি, মাঝিহাট পুলিশ ক্যাম্প, মিরপুর থানা, কুষ্টিয়া

এসআই খায়রুল আলম অধিকারকে বলেন, বাঁশবাড়িয়া গ্রামের রাহাত পুলিশের সঙ্গে ক্রসফায়ারে মারা গেছে। তবে বিস্তারিত জানতে মিরপুর থানায় যোগাযোগ করতে বলেন।

এসআই হায়াৎ মাহমুদ খান, মিরপুর থানা, কুষ্টিয়া

এসআই হায়াৎ মাহমুদ খান অধিকারকে জানান, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১.৩৫টায় গোপনে সংবাদ পান যে, কুর্শা ঈদগাহ ময়দানে ৮/৯জন দূর্বৃত্ত অবৈধ অস্ত্র নিয়ে নাশকতামূলক কর্মকা-ের জন্য বৈঠক করছে। তিনি তখন অফিসার ইনচার্জ সিকদার মোঃ মশিউর রহমানের সঙ্গে কথা বলেন। অফিসার ইনচার্জকে সঙ্গে নিয়ে রাত আনুমানিক ৩.৪৫টায় সেখানে পৌঁছান। দূর্বৃত্তরা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তাদের উপর গুলি ছুড়ঁতে থাকে। সরকারী সম্পদ ও নিজেদের জানমাল রক্ষার্থে তিনিসহ তার সঙ্গে থাকা পুলিশ সদস্যরা পাল্টা গুলি ছোড়ে। প্রায় ১৫/২০ মিনিট উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে মোট ৩৫ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। পরে দূর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। গুলির শব্দে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসে। তখন টর্চ লাইটের আলোতে তল্লাসী চালিয়ে এক ব্যক্তিকে বুকে ও পিঠে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। স্থানীয় লোকজন জানান, গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি (এমএল লাল পতাকা) দলের আঞ্চলিক নেতা এবং বাঁশবাড়িয়া গ্রামের রাহাত আলী।

তিনি রাত আনুমানিক ৪.৩৫টায় জব্দ তালিকা তৈরি করেন। সেখান থেকে রাহাতকে নিয়ে মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ যান। হাসপাতালের ডাক্তার রাহাতকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, লাশের বুকের বামে, মাঝে এবং ডান পাশে মোট ৩টি গুলির চিহ্ন ছিল। শরীরে আর কোন আঘাতের চিহ্ন পাননি। তিনি কনস্টেবল সিরাজুলকে দিয়ে লাশ ময়না তদন্তের জন্য কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠান। ময়না তদন্ত শেষে রাহাতের লাশ তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন। পরে তিনি থানায় এসে নিজেই বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৮/৯জনকে আসামী করে সরকারী কাজে বাধাদানের জন্য দ-বিধির ৩৩২/৩৫৩/৩০২/৩৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ১৮; তারিখঃ ১৮/০৯/২০১২। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হলেন, অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) মোঃ আকতারুজ্জামান। দূর্বৃত্তরা অবৈধ গুলি, অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য রাখার অপরাধে ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯(এ) তৎসহ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৪ ধারায় আরো একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ১৯; তারিখঃ ১৮/০৯/২০১২। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হলেন, চাকিলাদহ পুলিশ ক্যাম্পের আইসি এসআই মুকাররম হোসেন।

মোঃ আকতারুজ্জামান, অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত), মিরপুর থানা, কুষ্টিয়া

মোঃ আকতারুজ্জামান অধিকারকে বলেন, এসআই হায়াৎ মাহমুদ খান বাদী হয়ে ১৮/০৯/২০১২ তারিখের দায়ের করা ১৮ নম্বর মামলাটি তিনি তদন্ত করছেন। মামলাটি তদন্তাধীন থাকায় তিনি আর কিছু বলতে রাজি হননি।

এসআই মুকাররম হোসেন, আইসি, চাকিলাদহ পুলিশ ক্যাম্প, মিরপুর থানা, কুষ্টিয়া
এসআই মুকাররম হোসেন অধিকারকে বলেন, এসআই হায়াৎ মাহমুদ খানের ১৮/০৯/২০১২ তারিখের দায়ের করা ১৯ নম্বর মামলাটি তিনি তদন্ত করছেন। মামলাটি তদন্ত করতে গিয়ে তিনি লিফলেট, পোস্টার বা অন্যান্য আলামতের ভিত্তিতে নিশ্চিত হয়েছেন যে, রাহাত পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টির (এমএল লাল পতাকা) আঞ্চলিক নেতা ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে আর কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

অফিসার ইনচার্জ সিকদার মোঃ মশিউর রহমান, মিরপুর থানা, কুষ্টিয়া
অফিসার ইনচার্জ সিকদার মোঃ মশিউর রহমান অধিকারকে বলেন, বাঁশবাড়িয়া গ্রামের রাহাত আলী ছিলেন পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টির (এমএল লাল পতাকা) আঞ্চলিক নেতা এবং পুলিশের খাতায় তালিকাভূক্ত অপরাধী। দীর্ঘদিন জেল খাটার পর ছাড়া পেয়ে আবারও অপরাধ কর্মকা-ে জড়িয়ে পড়েন। রাহাতকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, তিনি পুলিশ সদস্যদের এনকাউন্টারে মারা গেছেন।

ডাঃ মোঃ ফারুক আহমেদ, মেডিকেল অফিসার, মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মিরপুর, কুষ্টিয়া
ডাঃ মোঃ ফারুক আহমেদ অধিকারকে বলেন, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ ভোরের দিকে মিরপুর থানার পুলিশ সদস্যরা রাহাত নামে এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনে। তিনি পরীক্ষা করে দেখেন, রোগী হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে। তিনি তখন মৃত্যু ঘোষনা করে পুলিশ সদস্যদেরকে মৃত্যুর সনদপত্র দেন। পরে পুলিশ সদস্যরা লাশ নিয়ে চলে যায়।

ডাঃ মোঃ মোতাহারুল ইসলাম, মেডিকেল অফিসার, কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া
ডাঃ মোঃ মোতাহারুল ইসলাম অধিকারকে বলেন, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.২০টায় কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার কনস্টেবল সিরাজুল ইসলাম একটি লাশ মর্গে আনেন। তিনি পুলিশ সদস্যের কাছ থেকে জানতে পারেন, মৃত ব্যক্তির নাম মোঃ রাহাত আলী। তিনি রাহাতের লাশের ময়না তদন্ত করেন। যার ময়না তদন্ত নম্বর ১৫৫। রাহাত গুলিতেই মারা গেছে বলে মন্তব্য করে আর কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ময়না তদন্ত শেষে পুলিশ লাশ নিয়ে চলে যায়।

লক্ষণ লাল, মর্গ-সহকারী, কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া
লক্ষণ লাল অধিকারকে জানান, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ দুপুরে মিরপুর থানার পুলিশ সদস্যরা রাহাত নামে এক ব্যক্তির লাশ মর্গে আনেন। ডাঃ মোঃ মোতাহারুল ইসলাম লাশের ময়না তদন্ত করেন। তিনি বলেন, লাশের বুকের বামে, মাঝে এবং ডান পাশে মোট ৩টি গুলির চিহ্ন ছিল। ময়না তদন্ত শেষে পুলিশ সদস্যরা লাশ নিয়ে যায়।

মোঃ শওকত আলী (৪৩), রাহাতের লাশের গোসলদানকারী

মোঃ শওকত আলী অধিকারকে জানান, রাহাতকে পুলিশ সদস্যরা গুলি করে হত্যা করেছে বলে খবর পেয়ে বাসায় যান এবং ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৪.০০টায় লাশের গোসল করান। তিনি দেখেন, লাশের বুকের বামে, মাঝে এবং ডান পাশে মোট ৩টি গুলির চিহ্ন ছিল। তিনি ধারণা করেন, হত্যা করার আগে রাহাতের হাত বাঁধা হয়েছিল এবং হাত ভাঙ্গা ছিল।

-সমাপ্ত-